

ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল সঞ্চালন' পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব :

১৮৭২ – ১৯০৭

ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশরা বাংলায় প্রথমে কলকাতা পরে এক এক করে অন্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে তোলে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি শহরের বহিরঙ্গ এবং নাগরিক অন্তরঙ্গে বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা করে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডে শহর জুড়ে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশন বিশেষ গুরুত্ব পায়। শহরবাসীর মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক এক নতুন আত্মপরিচয়ের জন্ম হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থার রকমফের, বাস্তব কিছু স্থানিক সমস্যা ও ঔপনিবেশিকদের কাছে শহরের গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ প্রকল্পগুলির মধ্যেই বিভিন্নতার জন্ম দেয়। এর সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক নতুন নাগরিক আত্মপরিচয় 'পৌর নাগরিকতার ধরনও হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়। অন্যদিকে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা নির্মাণের কর্মকাণ্ডে উদারনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মুখোশের আড়ালে সমরূপতা প্রদানের ঔপনিবেশিক প্রয়াস থাকলেও কার্যত তা বৈচিত্র্যময় ভিন্নতাকেই প্রকাশ করেছে। বৈচিত্র্যের আভাস পেতে এই গবেষণায় দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলার সদর শহর (বর্ধমান, বহরমপুর এবং কৃষ্ণনগর) এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতার সাপেক্ষ অবশ্য ঘুরে ফিরে এসেছে আলোচনা প্রসঙ্গে। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে শহর পরিচালনা, শহরের সুস্বাস্থ্য রক্ষা, শহরবাসীর অংশগ্রহণের সামগ্রিক রূপটি যেভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, তা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে বিকশিত হয়েছিল, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে গবেষণাটিতে। কীভাবেই বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানটি উপনিবেশের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্ত হয়েছিল, তাও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উপনিবেশের বাতাবরণে মিউনিসিপ্যালিটির প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপে আত্ম-পরিচালনা ও স্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিল তাকে চিহ্নিত করারও প্রয়াস থেকেছে। সার্বিক ভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির 'জল সঞ্চালন' প্রকল্প

এবং তাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হওয়া ‘পৌর নাগরিকতা’-র বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় সঞ্চারপথকেই চিহ্নিত করার প্রয়াস থেকেছে এই গবেষণায়।